কৃষি ও কৃষক বাঁচাও কমিটির আন্দোলন

কৃষি ও কৃষক বাঁচাও কমিটির পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক অনিরুদ্ধ কুণ্ডু জানিয়েছেন, এ বছর ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে জেলায় বোরো ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এই আর্থিক সংকটের জন্য চাষিদের পক্ষে বিদ্যুতের বিল মেটানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এক বছরের বিল মকুব, এল পি এস সি বাতিল প্রভৃতি দাবিতে ১৫ জুন কাটোয়ায় রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ডিভিশনাল ম্যানেজারকে কমিটির পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

মধ্যপ্রদেশে সরকার গুলি চালাচ্ছে

শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোতেও ভয়

১৪ জুন বিজেপি সরকারের নির্বিচার গুলিচালনায় নিহত কৃষকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে যাচ্ছিলেন মধ্যপ্রদেশের অশোকনগর জেলা সম্পাদক কমরেড শচীন জৈন সহ ২০ জন এস ইউ সি আই (সি) কর্মী। পথে পছাড়িখেড়া চৌরাস্তায় পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে জেলে নিয়ে যায়।

এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে দলের মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামল বলেন, রাজ্যের পরিস্থিতি শান্ত, মুখ্যমন্ত্রীর এই দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা। জনগণ তাঁদের ন্যায়সঙ্গত দাবি নিয়ে এখনও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন এবং সরকার তাতে আতঙ্কিত হয়ে দমননীতি চালিয়ে যাচ্ছে। এস ইউ সি আই (সি) নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তারের ঘটনা তারই প্রমাণ। এস ইউ সি আই (সি), সিপিআই, সিপিআই(এম) ও সিপিআই-এম এল— এই চারদল এক যৌথ বিবৃতিতে এর তীব্র নিন্দা করেছে।

মধ্যপ্রদেশের কৃষক শহিদ স্মরণ দেশ জুড়ে

মন্দসৌরে পুলিশের গুলি চালনায় নিহত ৬ জন কৃষকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে ১৪ জুন দিল্লির যন্তর মন্তরে শহিদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন এস ইউ সি আই (সি), এ আই ডি এস ও, এ আই ডি ওয়াই ও, এ আই এম এস এস, এ আই ইউ টি ইউ সি-র নেতৃবৃন্দ এবং বহু সাধারণ মানুষ। সেখানে তাঁরা কৃষকদের দাবি নিয়ে সারা দিনের অবস্থান করেন।

১৬ জুন কৃষক ধর্মঘট পালিত

ফসলের লাভজনক দাম ও কৃষি ঋণ মকুবের দাবিতে এবং মধ্যপ্রদেশে বিজেপি সরকারের গুলিতে ৬ জন কৃষক হত্যার প্রতিবাদে অল ইন্ডিয়া কিষান খেতমজদুর সংগঠন (এ আই কে কে এম এস) সহ ৬২টি কৃষক সংগঠনের যৌথ মঞ্চের আহ্বানে ১৬ জুন সারা ভারত কৃষক ধর্মঘট পালিত হয়।

এদিন মেদিনীপুর জেলাশাসক দপ্তরের গেটে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করা হয়। পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক হাসপাতাল মোড়, রামতারক ৪১ নং জাতীয় সড়ক, ময়নার হোগলাবেড়িয়া, কাঁথির মারিসদা, মুগবেড়িয়ায় পথ অবরোধ ও প্রধানমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বাঁকুড়ার মাচানতলাতে কৃষক বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। এখানেও মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করা হয়। খাতড়াতেও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

পুরুলিয়ার ঝালদা শহরে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। গুলিতে নিহত ও আহত পরিবারগুলিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও সকলের কৃষি ঋণ মকুব সহ পুরুলিয়া জেলার খরা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে ব্লক মোড়ে বিক্ষোভ অবস্থান চলে। এতে পুরুলিয়া-রাঁচি রোড অবরুদ্ধ হয়ে যায়। রাজ্যের অন্যান্য জেলাতেও কৃষক বিক্ষোভ হয়।

ব্যাঙ্কে ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্বহালের দাবিতে

মুখ্যমন্ত্রী ও শ্রমমন্ত্রীকে স্মারকলিপি

আই ডি বি আই ব্যাঙ্কে বহু বছর ধরে কন্ট্রাক্টরের অধীনে কর্মরত তিন শতাধিক কর্মীকে সম্প্রতি ছাঁটাই করেছে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। দেশের বড় বড় শিল্পপতি, আমলা ও কর্পোরেট গোষ্ঠী ব্যাঙ্ক থেকে কোটি কোটি টাকা ঋণ নিয়ে ফেরত না দিয়ে ব্যাঙ্কে যে সংকট তৈরি করেছে, তা থেকে বাঁচতেএই শ্রমিকদের বলি দেওয়া হয়েছে। দোষ করল একজন, শাস্তি পেল আরেকজন। কী বিচিত্র ব্যবস্থা!

ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের রাজ্য সম্পাদক কমরেড গৌরীশংকর দাস জানান, পুঁজিপতিরা ঋণের টাকা ফেরত না দিলেও আইডিবিআই ব্যাঙ্কগুলি সামগ্রিকভাবে লাভজনক। তা সত্ত্বেও কর্মীদের অন্যায় ও অমানবিকভাবে ছাঁটাই করা হয়েছে। এই শ্রমিক পরিবারের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা প্ল্যাকার্ড হাতে মিছিল করে বলছে আমাদের বাঁচতে দাও। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই মানুষগুলিকে বাঁচাতে এদের পুনর্নিয়োগের জন্য তৎপর হোন— এই আবেদন জানিয়ে ১২ জুন ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি পাঠিয়েছে। ১৪ জুন এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে শ্রমমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়ে তাঁর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। শ্রমমন্ত্রী ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবেন জানিয়েছেন।

পাশ-ফেলের দাবিতে হরিয়ানায় বিক্ষোভ

প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল চালু, দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার রেজাল্ট বিনামূল্যে রিভিউ, স্কুলে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ প্রভৃতির দাবিতে এ আই ডি এস ও-র রোহতক শাখা ৭ জুন বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। নেতৃত্ব দেন সংগঠনের হরিয়ানা রাজ্য সম্পাদক কমরেড হরীশকুমার সৈনী। রোহতকের ডিসি-র মাধ্যমে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে দাবিপত্র পাঠান।

পাশ-ফেলের দাবিতে কোচবিহারে মহিলা মিছিল

প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল প্রথা চালু, মদ নিষিদ্ধকরণ এবং মেয়েদের নিরাপত্তার দাবিতে ১৫ জুন মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে কোচবিহার শহরে ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশ থেকে শাতাধিক মহিলার এক দৃপ্ত মিছিল শহর ঘুরে জেলাশাসকের অফিসে পৌছায়। সেখানে সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা নমিতা বর্মনের নেতৃত্বে ৫ জনের এক প্রতিনিধি দল জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে। তিনি উপরোক্ত দাবিগুলির সাথে সহমত পোষণ করেন এবং দাবিগুলি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানাবেন বলে আশ্বাস দেন। জেলাশাসকের দপ্তরের বাইরে ঘণ্টাখানেক বিক্ষোভ দেখানোর পর পুনরায় ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে এসে মিছিল শেষ হয়।

ত্রিপুরায় পাশ-ফেল চালুর দাবি তুললেন বিদ্বজ্জনরা

সিপিএম পরিচালিত ত্রিপুরা সরকার ২০০৯ সালেই কেন্দ্রীয় সরকারের আইন মেনে প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা তুলে দিয়েছে। তখন থেকেই অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল প্রথা পুনরায় চালুর দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে আসছে। কিন্তু রাজ্য সরকার এখনও পাশ-ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনেনি।

১২ জুন অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির ত্রিপুরা শাখার ৮ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল রাজ্যের ডাইরেক্টর অফ এলিমেন্টারি এডুকেশনের নিকট পাশ-ফেল প্রথা চালু ও শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়ন করার দাবি নিয়ে স্মারকলিপি প্রদান করে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক সুভাষকান্তি দাস, অরুণ ভৌমিক, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক কমল রায়চৌধুরী, সুবোধ সরকার প্রমুখ।

ডাইরেক্টর দাবিগুলির ন্যায্যতা স্বীকার করেন এবং সরকারের পক্ষ থেকে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে প্রতিনিধিদের জানান।

আসামে শহিদ কুশল কোঁওরের আত্মবলিদান দিবস পালন

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম শহিদ কুশল কোঁওরের ৭৪তম আত্মবলিদান দিবস ১৫ জুন যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করল ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও, যুব সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও, মহিলা সংগঠন এ আই এম এস এস এবং কিশোর সংগঠন কমসোমলের কাছাড় জেলা কমিটি। এদিন সকালে শহিদ ক্ষুদিরাম মূর্তির পাশে শহিদ কুশল কোঁওরের প্রতিকৃতি স্থাপন করে মাল্যদান করেন সংগঠনের সদস্যরা। আলোচনা সভায় এ আই ডি ওয়াই ও-র জেলা সম্পাদক কমরেড বিজিৎ কুমার সিনহা, এ আই ডি এস ও-র জেলা সম্পাদক কমরেড গৌরচন্দ্র দাস প্রমুখ বলেন যে, ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় একটি রেল দুর্ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে কুশল কোঁওরকে গ্রেফতার করা হয়। যদিও তিনি ঘটনার সাথে

জড়িত ছিলেন না তবুও ঘটনার দায়ভার স্বীকার করে ফাঁসির আদেশ মেনে আত্মবলিদান করেন তিনি। তাঁর ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছিল, কিন্তু দেশের জন্য প্রাণদানের প্রশ্নে পারিবারিক জীবন তাঁর কাছে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

কমসোমলের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

কিশোর সংগঠন কমসোমল-এর কলকাতা জেলার উদ্যোগে রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে ১০ জুন দেওয়াল পত্রিকা ও নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতার বিভিন্ন এলাকার ১৫টি নাটক এবং ১২টি দেওয়াল পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সদস্যরা সহ দেড় শতাধিক শিশু-কিশোর এবং অভিভাবক এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

চেতলা বয়েজ স্কুলে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিচারকমণ্ডলী, কমসোমলের রাজ্য ইনচার্জ কমরেড সপ্তর্ষি রায়চৌধুরী ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ। গত কয়েকমাস ধরে নাটক ও দেওয়াল পত্রিকার প্রস্তুতি নিয়েছে বিভিন্ন কিশোর ব্রিগেডের সদস্যরা। এইভাবে নিজস্ব উদ্যোগে ধারাবাহিক অনুশীলন ও সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় রেখেছে তারা।

ডিএসও-র ডাকে নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষ অনুষ্ঠানে সামিল ব্যাপক ছাত্রছাত্রী

নভেম্বর বিপ্লবের শততম বর্ষে ছাত্র সংগঠন অল ইন্ডিয়া ডি এস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি সারা রাজ্য জুড়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সেমিনারের আয়োজন করেছে রাজ্যের চারটি অংশে। তার প্রথম অনুষ্ঠান হয়ে গেল মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর হলে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই সহস্রাধিক ছাত্রের মিছিল শহর পরিক্রমা করে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলা থেকে আগত এই ছাত্ররা গান, নাটক, মূকাভিনয়, আবৃত্তি পরিবেশন করে। ১৫০টি স্কুল, ৩৮টি কলেজের ছাত্ররা অংশগ্রহণ করে। এই উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও আসাম রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রোজ্জ্বল দেব ও এস ইউ সি আই (সি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য অধ্যাপিকা কমরেড অনুরূপা দাস সমাজতান্ত্রিক সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরেন। উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই (সি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অমল মাইতি, রাজ্য কমিটির সদস্য ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক কমরেড নারায়ণ অধিকারী, ছাত্র সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড ডাঃ মৃদুল সরকার ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ। পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলি হবে ক্রমান্বয়ে — কলকাতা, নদীয়া ও শিলিগুড়িতে।

নভেম্বর বিপ্লব নারীমুক্তির পথ দেখিয়েছে

আলোচনা সভায় মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন

মহান নভেম্বর বিপ্লব শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ১১ - ১২ জুন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী এবং নভেম্বর বিপ্লবের চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করে। প্রকৃত নারীমুক্তি অর্জন করতে গেলে যে নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা থেকেই রসদ সংগ্রহ করতে হবে, মহিলাদের মধ্যে তা নিয়ে যাতে ব্যাপক চর্চা হয় সেই উদ্দেশ্যেই এই ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

১১ জুন শিয়ালদার টাকি বয়েজ স্কুলে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ৩৬০ জন মহিলা অংশ নেন। ১২ জুন ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে চিত্র প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক শতরূপা সান্যাল। আবৃত্তি, সমবেত সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক ইত্যাদির মধ্য দিয়ে দিন বদলের আকুতি ব্যক্ত হয়। বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী। নভেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য তিনি অত্যন্ত সাবলীলভাবে ব্যাখ্যা করেন। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের বিশিষ্ট বামপন্থী মহিলা নেত্রী শ্রীমতি মালবিকা চট্টোপাধ্যায় এবং বিশিষ্ট চিকিৎসক অধ্যাপিকা নূপুর ব্যানার্জী। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় কৃতীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। মাদার রাশিয়ার 'শাশুড়ি ঠাকুরন' গল্প অবলম্বনে রচিত 'রাশিয়ার মা' নাটকের মধ্য দিয়ে কর্মসূচি সমাপ্ত হয়। বিভিন্ন

জেলার পাঁচ শতাধিক মহিলা এই কর্মসূচিতে অংশ নেন।

সরকার ন্যায্য দাবি মানেনি বলেই তো ধর্মঘট

উত্তরবঙ্গের চা-বাগানগুলিতে ১২-১৩ জুন পালিত হল শ্রমিক ধর্মঘট। ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ শ্রমিকদের একটি ন্যায়সঙ্গত ও আইনসঙ্গত দাবি। সরকার এই দাবি পূরণে ক্রমাগত টালবাহানা করে চলেছে। শ্রমিকরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল, মিটিং, বিক্ষোভ, ডেপুটেশন সবই করেছে। তবু সরকারের কানে ঢোকেনি। অবশেষে চা-শ্রমিক সংগঠনগুলির যৌথমঞ্চ 'জয়েন্ট ফোরাম' দু'দিনের ধর্মঘট ডাকতে বাধ্য হয়। ধর্মঘট সর্বাত্মক সফল হয়।

ফোরামের অন্যতম শরিক এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য ধর্মঘটী শ্রমিকদের অভিনন্দন জানিয়ে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের মতোই বর্তমান তৃণমূল সরকারও মালিক শ্রেণির স্বার্থে ন্যূনতম মজুরির আইনসঙ্গত দাবি মানছে না। বাস্তবে সরকারি উপেক্ষা এবং বঞ্চনার মাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি হাজার হাজার শ্রমিককে ধর্মঘটের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালুর দাবিতে দীর্ঘ ৩৭ বছরের আন্দোলনের প্রতি সরকারের উপেক্ষাই আবারও একটি ধর্মঘটকে অনিবার্য করে তুলেছে। ১৭ জুলাই সেই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে এস ইউ সি আই (সি)।

সিপিএম-তৃণমূল কোনও সরকারই বিড়ি শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরির ব্যবস্থা করেনি

ভারতের ১ কোটির বেশি বিড়ি শ্রমিকের সাথে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ২৩ লক্ষ বিড়ি শ্রমিক চরম সংকটে। মালিক, ঠিকাদার ও সরকারের ত্রিমুখী শোষণ অত্যাচারে জর্জরিত। সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি হাজার বিড়ি বাঁধার জন্য কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগণা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ২৩৬.৯৯ টাকা, হাওড়া-হুগলিতে ২০৬.৯৭ টাকা, বাকি জেলায় ১৯৭.৫৭ টাকা। কিন্তু বাস্তবে বিড়ি শ্রমিকরা পান ৭৫ থেকে ১২৬ টাকা। এ ছাড়াও মালিক ও ঠিকাদার অন্যায়ভাবে পাতা ও তামাকের দাম কেটে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি আরও কমিয়ে দেয়। বিগত ও বর্তমান কেন্দ্র ও রাজ্য কোনও সরকারই বিড়ি শ্রমিকদের সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি দেওয়ার ব্যবস্থা আজও করেনি।

১৯৭৭ সাল থেকে বিড়ি শ্রমিকরা প্রভিডেন্ট ফান্ডের আওতায় এলেও পশ্চিমবঙ্গে বেশিরভাগ (প্রায় ২০ লক্ষ) বিড়ি শ্রমিকের পি এফ চালু হয়নি। ফলে তাঁরা পেনশন প্রকল্প থেকে বঞ্চিত। অনেক আন্দোলনের ফলে ১৯৭৬ সালে বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ আইন লোকসভায় পাস হয় এবং ১৯৭৮ সাল থেকে তা কার্যকরী হয়। এই প্রকল্পের কোনও সুযোগ পেতে হলে প্রয়োজন বিড়ি শ্রমিক হিসাবে সরকারি পরিচয়পত্রের। এ রাজ্যে এখনও ৮ লক্ষাধিক বিড়ি শ্রমিক সরকারি পরিচয়পত্র পাননি। কল্যাণ প্রকল্প চালু হওয়ার পর যতটুকু সুযোগ বিড়ি শ্রমিকরা পেতেন আজ তাও তাঁরা পাচ্ছেন না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহনির্মাণ প্রকল্প থেকে তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন। এর সাথে যুক্ত হয়েছে দালাল চক্র ও দুর্নীতি। ফলে প্রকৃত বিড়ি শ্রমিকরা আরও বঞ্চিত হচ্ছেন।

এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের দাবিতে এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। ২০০২ সালের ১২ জুন মুর্শিদাবাদের বৈষ্ণবডাঙ্গা গ্রামে পি এফ-এর টাকা আত্মসাতের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে নিহত হন বিড়ি শ্রমিক মুজিবর রহমান। এ বছর ১২ জুন তাঁর শহিদ দিবসে ২৫ দফা দাবিতে আন্দোলন তীব্র করতে জেলায় জেলায় সমাবেশ করা হয়। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস জানান, উত্তর ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পুরুলিয়া, বর্ধমান, কোচবিহার সহ প্রায় সমস্ত জেলায় বিড়ি শ্রমিকরা ন্যূনতম মজুরি, পিএফ, পেনশন, বোনাস ইত্যাদির দাবিতে আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন।

বিহারে ডিএসও-র লাগাতার আন্দোলনে

স্ক্রুটিনি ফি কমল ৫০ শতাংশ

বিহারে এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ফলপ্রকাশে নজীরবিহীনভাবে প্রায় ৬৫ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী অকৃতকার্য হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এই নৈরাজ্যের প্রতিবাদে এবং অন্যান্য দাবিতে ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। বিহার উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ (বিহার বিদ্যালয় পরীক্ষা সমিতি-উচ্চ মাধ্যমিক প্রভাস)-এর সামনে একের পর এক বিক্ষোভ, পুলিশের নৃশংস লাঠিচার্জের ঘটনা গোটা বিহারে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এ আই ডি এস ও সহ বামপন্থী ছাত্র-যুব সংগঠন-এর আহ্বানে গত ৮ জুন পালিত হয়েছে বিহার বনধ। সমস্ত উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়ের দাবি সরকার না মানায় বিহার উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ডের সামনে ৯ জুন থেকে শুরু হয় অবস্থান ও অনশন কর্মসূচি। বিহারের ছাত্র-যুব-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী সহ সর্বস্তরের শিক্ষানুরাগী সাধারণ মানুষ প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন। ১৪ জুন পাটনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বেলি রোড অবরোধ করা হয়। অবরোধ সরাতে পুলিশ নৃশংস আক্রমণ নামিয়ে আনে। এ আই ডি এস ও-র ১৫ জনেরও বেশি কর্মী আহত হন। শুধু তাই নয়, এ আই ডি এস ও-র ছাত্রীকর্মীদের সঙ্গে পুলিশ অত্যন্ত অশালীন আচরণ করে, যা দেখে গোটা বিহারের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠেন। ঐ দিনই ঘটনার পরে দোষী পুলিশকর্মীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এ আই ডি এস ও-র পক্ষ থেকে কোতোয়ালি থানা ঘেরাও করা হয়। তীব্র আন্দোলন এবং জনমতের চাপে সরকার দোষী পুলিশকর্মীকে সাসপেন্ড করতে বাধ্য হয়। উত্তরপত্র স্ক্রুটিনির জন্য সরকার বিষয় প্রতি নির্ধারিত ১৫০ টাকা ফি কমিয়ে ৭০ টাকা করতে বাধ্য হয়েছে। এ আই ডিএসও-র নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলনের এই উল্লেখযোগ্য বিজয় বিহারবাসীর মনে প্রবল উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। সম্পূর্ণ বিনা খরচে উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়ন, প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল চালু সহ অন্যান্য দাবিতে আন্দোলনকে চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ৩০ জুন পাটনার বিশাল ছাত্র বিক্ষোভ মিছিল-এর আহ্বান জানানো হয়েছে।

আলিপুরদুয়ারে মোটরভ্যান ইউনিয়নের সম্মেলন

মোটরভ্যান চালকদের সরকারি লাইসেন্স প্রদান, পরিবহণ শ্রমিকের মর্যাদা, সামাজিক সুরক্ষা সহ ৭ দফা দাবিতে সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের আলিপুরদুয়ার জেলার শামুকতলা ইউনিটের দ্বিতীয় সম্মেলন ১৪ জুন সৌহার্দ্য ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়নের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক অশোক দাস প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মোটরভ্যান চালকদের দাবি তীব্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আদায় করার কথা বলেন। এ ছাড়া বর্তমান কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। রাজ্য সরকারের অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তেরও তীব্র নিন্দা করেন। ২৬ জুলাই পরিবহণ মন্ত্রী ও শ্রম মন্ত্রীর নিকট বিক্ষোভ ডেপুটেশনের কর্মসূচি সফল করার আহ্বান করেন। সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কোচবিহার জেলা সম্পাদক আব্দুস সালাম, মৃদুল সমাদ্দার প্রমুখ। জলিল মিয়াকে সম্পাদক ও বরুণ দেবনাথকে সভাপতি করে ১৭ জনের কমিটি গঠন করা হয়।

আন্দোলন করে গ্রামবাসীরা আদায় করলেন স্কুল

উলুবেড়িয়ার মহেশপুর পূর্বপাড়ার মানুষও কতবার শুনেছেন—আন্দোলন করে কী লাভ? কিন্তু তাঁরাই এখন বুঝছেন আন্দোলনই দাবি আদায়ের পথ। গ্রামে একটি প্রাথমিক স্কুল চালুর দাবিতে দশ বছর ধরে তাঁরা আন্দোলন করে আসছিলেন। স্কুলের জন্য জমি দান করেছেন জয়দেব ও শুকদেব বাগ নামে গ্রামেরই দুই ভাই। ডি আই, এস আই, বিডিও, এসডিও সহ প্রশাসনের সমস্ত স্তরে ধরনা, বিক্ষোভ, গণস্বাক্ষর সহ স্মারকলিপি দেওয়া ছাড়াও তাঁরা রাস্তা অবরোধ করে দাবিকে তুলে ধরেছেন। আন্দোলন শুরুর উদ্যোগ নিয়েছিলেন অশিতিপর প্রবীন এসইউসিআই(সি) সমর্থক কমরেড জলধর সিং ও শ্যামল কাপড়ি, স্বপন দাস প্রমুখ। আন্দোলনের প্রয়োজন বুঝে এগিয়ে আসেন সমস্ত গ্রামবাসী। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টায় অবশেষে আদায় হয়েছে দাবি। চালু হয়েছে স্কুল। গ্রামে কান পাতলেই একটা আলোচনা—আন্দোলনই ভরসা, আন্দোলনেই গ্রামের মুখে হাসি ফুটেছে।

তমলুকে সেভ এডুকেশন কমিটির গণঅবস্থান

প্রথম শ্রেণি থেকে পাশফেল চালু ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার রক্ষার দাবিতে ১৪ জুন তমলুক ডি আই অফিস প্রাঙ্গণে ও কাঁথি শহরে শিক্ষক, অধ্যাপক, অভিভাবক, ছাত্র, যুবক সহ শতাধিক মানুষ বিকাল ৩ টা থেকে ৬টা পর্যন্ত অবস্থান ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। অবস্থানে শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণেরও প্রতিবাদ জানানো হয়। কমিটির সম্পাদক শুভেন্দু শেখর দাসের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ডি আই-এর কাছে ডেপুটেশন দেন। ১৬ জুন হলদিয়া ও এগরায় অবস্থান ও বিক্ষোভ করা হয়।